ব্যবসায় পরিকল্পনা

ইউনিট 7

ভূমিকা

ব্যবসায়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ঘটবে বিভিন্ন বিষয় বা চলকসমূহকে বিবেচনা করে উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। আর এ কারণে উদ্যোক্তাকে মিশনারি (Missionary) ও ভিশনারি (Visionary) হতে হয়। এই ইউনিটে আমরা ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা, গুরুত্ব ও পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া; আত্মবিশ্লেষণের ধারণা, গুরুত্ব ও পদ্ধতি; প্রকল্প পরিকল্পনার ধারণা, গুরুত্ব ও ধাপ; প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা নির্ধারণ; প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছক সম্পর্কে জানতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা, গুরুত্ব ও পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া।
পাঠ-৭.২ : আত্মবিশ্লেষণের ধারণা, গুরুত্ব ও পদ্ধতি।
পাঠ-৭.৩ : প্রকল্প পরিকল্পনার ধারণা, গুরুত্ব ও ধাপ।
পাঠ-৭.৪ : প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা নির্ধারণ।
পাঠ-৭.৫ : প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছক।

পাঠ-৭.১ ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা, গুরুত্ব ও পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায় পরিকল্পনা কী তা বলতে পারবেন।
- ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	প্লান, প্লানিং, প্রকল্প, ম্যাক্রোস্ক্রিনিং, মাইক্রোস্ক্রিনিং

ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা

ইংরেজিতে দুটি শব্দ আছে। তা হলো ‘Plan’ ও ‘Planning’.। Plan শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ‘Planus’ শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে। ল্যাটিন ‘Planus’ শব্দের অর্থ ‘drawing sketch’ যা বাংলা অনুবাদ হলো নকশা অংকন। ভবিষ্যতে কী

করতে হতে তার একটি অগ্রিম নীল নকশাই হলো Plan বা প্লান। আর এ নীল নকশাকে যে প্রক্রিয়ায় বা পদ্ধতিতে বা উপায়ে তৈরি করা হয়, তা প্লানিং (Planning)। প্লানিং এর ফল বা আউটপুট হলো Plan বা প্লান। আমরা দুটি শব্দেরই বাংলা প্রতিশব্দ পরিকল্পনা হিসেবে গণ্য করব। পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যত-কেন্দ্রিক। আর এ কারণে, L.A. Allen বলেন যে 'Plan is a trap to capture the future' অর্থাৎ পরিকল্পনা হচ্ছে একটি খাঁচা যা ভবিষ্যতকে বন্দি করে। এ ভবিষ্যতকে খাঁচা বন্দি করা বেশ কঠিন কাজ। স্বভাবতই এটা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যবসায়ে কী উদ্দেশ্যে অর্জন করতে হবে, কী কাজ করতে হবে, কখন, কোথায় এবং কত সময়ে শেষ করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে ব্যবসায় পকিল্পনা বলে।

ব্যবসায় পরিকল্পনা গুরুত্ব

ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মূল ভিত্তি। এটা ব্যবস্থাপনাকে সকল কাজ পরিচালনা ও বাস্তবায়নের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **লক্ষ্য অর্জন:** প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ দ্বারা উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপক সহজেই করণীয় উপায়, উপকরণ ও কর্মসূচি নির্ধারণ করতে পারেন।

২। **মিতব্যয়িতা অর্জন:** পূর্ব থেকে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ শুরু করলে অপ্রয়োজনীয় খরচ ও অপচয় বহুলাংশে কমে যায়। তাছাড়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে বাজেট থাকে তা পরিকল্পনার একটি অন্যতম অংশ। বাজেট অনুযায়ী ব্যয় সংগঠিত হলে মিতব্যয়িতা অর্জন সম্ভব হয়।

৩। **দক্ষতা বৃদ্ধি:** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল কাজ কিভাবে সম্পাদন করতে হবে তার নির্দেশনা পরিষ্কারভাবে পরিকল্পনা উল্লেখ থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মানব ও অমানবীয় সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪। **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার:** প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষভাবে ব্যবহার করে লক্ষ্যার্জন করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে।

৫। **সুষ্ঠু সমন্বয়:** বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলির ধরন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে পকিল্পনা করা হয় বলে প্রতিটি বিভাগের কাজের মধ্যে সুষ্ঠু ও সাবলীল সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়।

৬। **নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা:** নিয়ন্ত্রণের মূল কথা হলো পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা। যদি পরিকল্পনা মাফিক কাজ না হয়, এর কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

৭। **ভবিষ্যত দর্শন:** ব্যবসায় পরিকল্পনা উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপককে ভবিষ্যত দেখতে সাহায্য করে। এজন্য ব্যবস্থাপনার অনেক মনীষী পরিকল্পনাকে চশমার সাথে তুলনা করেছেন।

৮। **তথ্যের উৎস:** যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রচুর তথ্যের প্রয়োজন হয়। এই সংগৃহীত তথ্য ভবিষ্যত প্রয়োজনের জন্য ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। এ ভান্ডার থেকে প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিভাগ তা ব্যবহার করতে পারে।

৯। **ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা দূরীকরণ:** ভবিষ্যত সর্বদাই অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ। ব্যবসায় পরিকল্পনা এ অনিশ্চয়তাকে কমিয়ে ব্যবস্থাপনাকে নিশ্চিত কাজ করার সুযোগ করে দেয়।

১০। **সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য:** ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি দূর করে বিভিন্ন বিকল্প মূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়। ফলে নির্বাহীগণ সঠিক বিকল্প নির্বাচন করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার সমুদয় কাজের ভিত্তিস্বরূপ। তাই ব্যবসায় পরিকল্পনা ছাড়া ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় না।

ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটি সুচিন্তিত (well thought) পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের টার্গেট বা লক্ষ্য অর্জনের উপায় নির্দেশ করে। এটা একটি ব্যবসায় কোথায় আছে এবং কোথায় যেতে চায় এ দু'য়ের গ্যাপ বা পার্থর্ক্যের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। পরিকল্পনা হতে পারে স্বল্প-মেয়াদি বা দীর্ঘ-মেয়াদি বা স্ট্র্যাটেজিক বা অপারেশনাল। ব্যবসায়ের ধরন, আকার এবং কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা ভিন্ন হতে পারে।

ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া হলো সঠিক প্রকল্প নির্বাচন করা। প্রকল্প হচ্ছে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত পরিকল্পিত ও সুচিন্ত কর্মপদ্ধতি। প্রকল্প একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়ে নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়। একটি প্রকল্প হলো সম্পূর্ণ নতুন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। আবার তা হতে পারে পূর্বতন বা প্রচলিত ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ। ব্যবসায় প্রকল্প প্রণয়নের প্রথম ধাপ হলো ধারণা চিহ্নিতকরণ এবং পরবর্তিতে তা মূল্যায়ন করে নির্বাচন করা।

১. **প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ:** একজন উদ্যোক্তার প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ ধাপটি শুরু হয় প্রকল্প ধারণা অনুভব করার মধ্য দিয়ে। পারির্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তিনি পণ্য বা সেবা-সামগ্রির চাহিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। পণ্যের ধারণা থেকেই প্রকল্পের শুরু হয়। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার আগ্রহ, শখ ও চাহিদা আছে এ ধরনের পণ্য, বিদ্যমান পণ্যের সীমাবদ্ধতা, নতুন প্রযুক্তির সংযোজন ইত্যাদি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। এর জন্য তিনি নিজের কল্পনা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রকাশনা, অর্থনৈতিক জরিপ প্রতিবেদন, গবেষণামূলক প্রতিবেদন ইত্যাদির উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

২. **ধারণা মূল্যায়ন ও প্রকল্প নির্বাচন:** উদ্যোক্তা বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে একাধিক বিকল্প বা সম্ভাব্য ধারণা সনাক্ত বা চিহ্নিত করে একটি তালিকা তৈরি করেন। তালিকাবদ্ধ ধারণাগুলো বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করে ব্যবসায় প্রকল্প নির্বাচন করতে তিনি সক্ষম হবেন। সাধারণত দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে তা করা যায়। প্রথমটি হলো ম্যাক্রোস্ক্রিনিং এবং দ্বিতীয়টি হলো মাক্রোস্ক্রিনিং।

(ক) **ম্যাক্রোস্ক্রিনিং :** ম্যাক্রোস্কিনিং হলো এমন একটি পদ্ধতি যা কতকগুলো প্রভাবক বা চলকের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের ধারণাগুলো মূল্যায়ন করে একটি প্রকল্প নির্বাচন করতে সাহায্য করে। ব্যবসায় কার্যক্রম উদ্যোক্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরের চলক দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়। এ চলকগুলো হলো জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত পরিবেশ।

- **জনসংখ্যা:** একটি ব্যবসায় গড়ে ওঠা, কার্যক্রম পরিচালনা, সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের উপর নির্ভর করে।
- **অর্থনৈতিক পরিবেশ:** প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বা সেবা কর্মের চাহিদার পুরোটাই নির্ভর করে ব্যবসায়ের চারপাশে অবস্থানকারী ভোক্তা বা ক্রেতাদের আয়, সঞ্চয়, ভোগ ও ব্যয় করার প্রবণতা, জীবনযত্রার মান ইত্যাদির উপর হয়।
- **প্রাকৃতিক পরিবেশ:** উপযুক্ত ব্যবসায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পের জন্য কাঁচামাল প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত হয়। তবে পরিবেশে দূষণকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত।
- **রাজনৈতিক পরিবেশ:**রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দলসমূহের দর্শন ও কার্যক্রম ব্যবসায়কে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে।
- **সাংস্কৃতিক পরিবেশ:** শিক্ষার হার, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ, সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবসায়ে প্রভাব ফেলে।
- **আইনগত পরিববেশ:**দেশের প্রচলিত আইন-কানুন, ব্যবসায় ও শিল্পনীতি, করনীতি ব্যবসায় প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

  ব্যবসায় প্রকল্প নির্বাচনের প্রাথমিক পদক্ষেপ ম্যাক্রোস্ক্রিনিং হলেও চূড়ান্তভাবে প্রকল্প নির্বাচন করতে হলে মাইক্রোস্ক্রিনিং এর সাহায্য নেয়া প্রয়োজন।

(খ) **মাইক্রোস্ক্রিনিং :** মাইক্রোস্ক্রেনিং হলো বাজার চাহিদা, কারিগরি, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক এবং দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করার প্রক্রিয়া।

নিচের মাইক্রোস্ক্রিনিং এর উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো:

- **বাজার চাহিদা:** বাজার জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে পণ্য বা সেবা-সামগ্রীর চাহিদা, ক্রেতা বা ভোক্তাদের রুচি, পছন্দ, আগ্রহ, বাজারে প্রতিযোগীদের সংখ্যা ও মনোভাব এবং পণ্য বা সেবা কর্মের সুযোগ-সুবিধা যথার্থভাবে যাচাই করা হয়।
- **কারিগরি দিক :** প্রকল্পের কারিগরি দিক যাচাই করা হয় প্রযুক্তিগত ও যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এ ধরনের কাজের মধ্যে আছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি নির্বাচন, প্রকল্প বাস্তবায়নের সহজতা ইত্যাদি।
- **বাণিজ্যিক দিক:** উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান, বিক্রয়মূল্য, মুনাফা ইত্যাদি বিষয় সতর্কতার সাথে বিবেচনার জন্য প্রকল্পের বাণিজ্যিক দিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **আর্থিক দিক:** এ পর্যায়ে প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ, অর্থসংস্থানের উপায়, পুঁজি বিনিয়োগ করে তার থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ইত্যাদি হিসেব করে প্রকল্প নির্বাচন করতে হয়।
- **জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান:** প্রকল্পটি দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে কিরূপ অবদান রাখবে তাও যাচাই করা উচিত। এটা নির্ণয়ের মানদণ্ড হলো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জাতীয় কোষাগারে রাজস্ব (কর, ভ্যাট, সম্পূরক কর) বৃদ্ধির পরিমাণ ইত্যাদি।

৩. **ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রতিবেদন:** ব্যবসায় প্রকল্পন প্রণয়নের চূড়ান্ত ধাপ বা পর্যায় হলো একটি সুন্দর প্রতিবেদন তৈরি করা। উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ের স্বত্বাধিকারি নিজে অথবা অন্য কোনো বিশেষজ্ঞ বা পেশাগত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে তা করতে পারেন।

ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিকল্পনা গাইডলাইন

একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিচের উল্লিখিত গাইডলাইন অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়:

- ব্যবসায় পরিকল্পনা যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং অর্জনযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- বাজারে প্রতিযোগীদের পণ্য বা অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।
- অপরিচিত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের ব্যবসায় পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত না করা।
- পণ্য বা সেবাকর্মকে এমন কোন টেকনিক্যাল শব্দ দ্বারা উপস্থাপন করা উচিত নয় যা কেবল বিশেষজ্ঞগণ বুঝতে পারে। অন্যদের পক্ষে বোঝা কঠিন হবে।
- প্রকৃত অর্থে উৎপাদনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে বিক্রয়ের হিসাব-নিকাশ করা উচিত।
- পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ব্যবহৃত তথ্য হতে হবে আপডেটেড বা হাল নাগাদ।
- ভবিষ্যতে উদ্ভব হতে পারে এরূপ সমস্যার আলোচনার সুযোগ ব্যবসায় পরিকল্পনায় থাকা।
- ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নিয়ে টিম স্পিরিটের মাধ্যমে সম্পদ করা উচিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনার এলাকায় ব্যাবসায়ের ম্যাক্রোস্ক্রিনিং এর উপাদানগুলোর কোনগুলো অনুকুল চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য অর্জন করার অগ্রিম চিন্তা-ভাবনা করার প্রক্রিয়া হলো ব্যবসায় পরিকল্পনা।
- ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার সমুদয় কাজের ভিত্তিস্বরূপ।

- ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ পরিকল্পনাকে ঘিরে আবর্তিত হয়।
- ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া হলো সঠিক প্রকল্প নির্বাচন করা।
- প্রকল্প ধারণা চিহ্নিত করার পর তা মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়।
- মাইক্রোস্ক্রিনিং ও মাইক্রোস্ক্রিনিং পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকল্প মূল্যায়ন করা হয়।
- সবশেষে সম্ভাব্য ব্যবসায় পরিকল্পনা নির্বাচন করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পরিকল্পনা হলো

(ক) পূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা (খ) কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা
(গ) তুলনামূলক যাচাই-বাছাই করা (ঘ) লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হওয়া

২। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মূলভিত্তি হলো-

(ক) সংগঠন (খ) পরিকল্পনা
(গ) নেতৃত্বদান (ঘ) নিয়ন্ত্রণ

৩। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নে যে সুবিধা পাওয়া যায়-

i. লক্ষ্য অর্জন;
ii. মিতব্যয়িতা অর্জন;
iii. ভবিষ্যত দর্শন;

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। প্রকল্প অর্থ-

(ক) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা (খ) পণ্য-দ্রব্য
(গ) উৎপাদন (ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

৫। ব্যবসায় সফলতার পূর্বশর্ত কোনটি?

(ক) মূলধন সংগ্রহ (খ) উৎপাদন
(গ) বাজারজাতকরণ (ঘ) সঠিক প্রকল্প প্রণয়ন

৬। একটি প্রকল্প শুরু হয়-

(ক) প্রকল্প ধারণা প্রণয়ন থেকে (খ) প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ থেকে
(গ) প্রকল্প ধারণা নিরূপণ থেকে (ঘ) প্রকল্প ধারণা মূল্যায়ণ থেকে

৭। মাইক্রোস্কিনিং কোন পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করে?

(ক) অভ্যন্তরীণ (খ) বাহ্যিক
(গ) প্রাকৃতিক (ঘ) সামাজিক

৮। মাইক্রোস্কিনিং এ বিশ্লেষণযোগ্য বাহ্যিক পরিবেশের উপাদান কোনটি?

(ক) প্রযুক্তি (খ) কাঁচামাল
(গ) জলবায়ু (ঘ) প্রতিযোগী

পাঠ-৭.২ আত্মবিশ্লেষণের ধারণা, গুরুত্ব ও পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আত্মবিশ্লেষণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আত্মবিশ্লেষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- আত্মবিশ্লেষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	আত্মবিশ্লেষণ, ব্যবসায় সমতা, সুবিধা অনুসন্ধান

আত্মবিশ্লেষণের ধারণা

আত্মবিশ্লেষণ বলতে বুঝায় ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য নিজের শক্তি (Strength) দুর্বলতা (Weakness) পরিমাপ করা। অর্থাৎ ব্যবসায় বিষয়ে তার কতটুকু দক্ষতা এবং দুর্বলতা রয়েছে তার একটি তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যবসায় সক্ষমতা যাচাই করা। তাই যে কোনো ব্যক্তির ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে তার ব্যবসায় করার সক্ষমতা আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা দরকার। উল্লেখ্য যে নিজের দক্ষতা ও দুর্বলতা পরিমাপের সময় নিজেকে নিরপেক্ষ ও সৎ রাখার প্রয়াস চালাতে হবে। কারণ আত্মবিশ্লেষণ একটি জটিল বিষয়।

আত্মবিশ্লেষণের গুরুত্ব

ব্যবসায় শুরু করা, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং নিজের ব্যবসায় সক্ষমতা যাচাই করতে আত্মবিশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মবিশ্লেষণের গুরুত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(i) নতুন উদ্যোক্তা খুঁজে বের করা;
(ii) ব্যবসায় করার সক্ষমতা যাচাই;
(iii) নতুন সুযোগ-সুবিধা অনুসন্ধান;
(iv) নুতন পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় বৃদ্ধি;
(v) আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

আত্মবিশ্লেষণের পদ্ধতি

আত্মবিশ্লেষণের পদ্ধতি একজন নতুন উদ্যোক্তা অনুসন্ধান করতে সহায়তা করে। নিম্নের কর্মপত্রটি সঠিকভাবে পূরণ করলে উদ্যোক্তা হওয়ার সক্ষমতা যাচাই করা যায়।

ক্রমিক	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১।	তুমি কি একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পার?		
২।	তুমি কি যে কোনো বিষয়ে সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার?		
৩।	তুমি কি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব গ্রহণ ও ঝুঁকি গ্রহণ করতে আগ্রহী?		
৪।	তুমি কি কর্মব্যস্ত ও উদ্যমী হতে পছন্দ কর?		
৫।	অন্যরা কি সহজেই তোমার চিন্তাচেতনা ও ধারণা বুঝতে পারে?		
৬।	তুমি যে ব্যবসায় করতে চাও, সেই ব্যবসায় ও আনুষঙ্গিক বিষয় যেমন হিসাবরক্ষণ, আয়কর, বিপণন		

ক্রমিক	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
	ইত্যাদি ব্যাপারে ধারণা আছে?		
৭।	ব্যবসায় শুরু করার জন্য প্রাথমিক মূলধনের যোগান কি তোমার রয়েছে?		
৮।	ব্যবসায় শুরু করার জন্য যে সকল মালামাল দরকার হয় সে বিষয়ে কি তোমার ধারণা রয়েছে?		
৯।	তুমি কি সব কিছুর উর্ধ্বে থেকে ব্যবসায় শুরু করতে চাও?		
১০।	তুমি কি অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে ও নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী?		

উপরের প্রশ্নগুলোর হ্যাঁ বোধক উত্তরের জন্য ১ নম্বর এবং না বোধক উত্তরের জন্য ০ নম্বর দিয়ে মোট নম্বর হিসাব করা হয়। মোট নম্বর যদি হয়:

৮ বা তার বেশি তাহলে : উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।
৫-৭ তাহলে : সম্ভাবনা এখানে পরিপূর্ণ নয় কিন্তু চেষ্টা করলে তুমি পারবে।
৫ এর নিচে তাহলে : উদ্যোক্তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

অনেক ব্যক্তি উপযুক্ত দক্ষতা, যোগ্যতা ও তীব্র কামনা না থাকার জন্য উদ্যোক্তা হতে পারে না। তবে নিজেদের চেষ্টা দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্তন হতেও পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	উপরের আত্ম-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি বিবেচনা করে একজন নতুন উদ্যোক্তার জন্য আত্ম-বিশ্লেষণের গুরুত্ব চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য নিজের শক্তি ও দুর্বলতা পরিমাপ করাকে আত্মবিশ্লেষণ বলে।
- ব্যবসায় শুরু করা, নতুন উদ্যোক্ত সৃষ্টি এবং ব্যবসায় করার সক্ষমতা যাচাই করার ক্ষেত্রে আত্ম বিশ্লেষণের গুরুত্ব রয়েছে।
- আত্মবিশ্লেষণের পদ্ধতি একজন নতুন উদ্যোক্তা অনুসন্ধান করতে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনরটি আত্মবিশ্লেষণের গুরুত্ব
(ক) নতুন উদ্যোক্তা খোজা (খ) নতুন পণ্য উৎপাদন
(গ) ব্যবসায় বৃদ্ধি (ঘ) উপরের সবগুলো

পাঠ-৭.৩ প্রকল্প পরিকল্পনার ধারণা, গুরুত্ব ও ধাপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রকল্প পরিকল্পনার ধারণা বুঝতে পারবেন।
- প্রকল্প পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকল্প পরিকল্পনার ধাপ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সম্ভাব্য প্রতিবেদন, প্রকল্পের স্তর নির্ধারণ, গ্যান্টচার্ট, মাইলস্টোন চার্ট

প্রকল্প পরিকল্পনার ধারণা

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিকল্পনা হলো অগ্রিম দিক নির্দেশনা। প্রকল্পের কাজ ভবিষ্যতে কখন, কিভাবে, কার দ্বারা সম্পাদন করা হবে সে সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে প্রকল্প পরিকল্পনা বলে। সঠিক পরিকল্পনার উপর প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করে। কোনো প্রকল্প পরিকলপনা প্রণয়নের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট ব্যয়ে ও নির্দিষ্ট সম্পদ ব্যবহার করে প্রকল্পের কার্যাবলি সম্পাদন করতে হবে। আর.এল. মার্টিনোর মতে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রকল্পের স্থিতিকাল, প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণকরণে প্রয়োজনীয় পরিসম্পদ ও কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুক্রম প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ প্রকল্প পরিকল্পনা প্রকল্পের স্থায়ীকাল প্রতিটি কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং প্রতিটি কার্য সম্পাদনের অনুক্রম প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং প্রকল্প পরিকল্পনা হতে হবে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত।

প্রকল্প পরিকল্পনার গুরুত্ব

প্রকল্প পরিকল্পনা ব্যতীত প্রকল্পের কাজ সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা যায় না। প্রকল্প পরিকল্পনা হলো প্রকল্প ব্যবস্থাপকের কতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তি। প্রকল্প পরিকল্পনা প্রধান প্রধান গুরুত্ব নিম্নরূপ:

১. প্রকল্পের কার্যাবলি সংগঠিত করা: প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের প্রয়োজন। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যেসব কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়, সেগুলো সংগঠিত করতে প্রকল্প পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

২. কার্য ও দায়িত্ব বণ্টন: প্রকল্প পরিকল্পনার মধ্যে কে কোন কাজ করবে, কখন করবে, কেন করবে, কখন শুরু ও শেষ হবে তার দিক নির্দেশণা থাকে। সংগঠনের কাঠামো অনুযায়ী প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব কী হবে তা নির্ধারণ ও বন্টন করা হয়।

৩. সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ: প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কী পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করতে হবে কারণ পর্যাপ্ত সম্পদ আহরণ করতে না পারলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা: প্রকল্পের কার্যাবলি, কার্য সম্পাদনের সময়, ব্যয় ও প্রকল্পের সমাপ্তির সময় ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রকল্প পরিকল্পনা ভূমিকা রাখে।

প্রকল্প পরিকল্পনার ধাপ

বিভিন্ন গবেষক ও লেখক বিভিন্নভাবে প্রকল্প পরিকল্পনার ধাপ আলোচনা করেছেন। Trevor L. Young তাঁর Planning Projects বইতে প্রকল্প পরিকল্পনার ২০টি পর্যায়ক্রমিক ধাপ বা স্তরের কথা বলেছেন। তবে আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নে প্রকল্প পরিকল্পনার সাধারণ ধাপসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১. সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন যাচাই: প্রকল্প পরিকল্পনার শুরুতে সম্ভাবতা প্রতিবেদনের বিভিন্ন অনুমান, ঘটনা মতামত ও পরামর্শসমূহ যাচাই বাছাই করতে হয়। প্রতিবেদনের তথ্যের ভিত্তিসমূহ গুরুত্বের সাথে যাচাই করাতে হয়।

২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পণ্যসমূহ চিহ্নিতকরণ: এই ধাপে প্রকল্পের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় এবং তা সংগঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাই করা হয়। প্রকল্পের বিভিন্ন পক্ষসমূহ যেমন: স্পনসর, সুবিধাভোগী, দল ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়।

৩. প্রকল্পের প্রধান স্তর নির্ধারণ: নির্বাহীর মাধ্যমে প্রকল্পের প্রধান কাজের ধাপ চিহ্নিত করা হয় এবং একটির সাথে অন্যদির সম্পর্ক নির্ধারণ করে প্রকল্পের যৌক্তিকতা ও খণ্ডিত কাজের কাঠামো উন্নয়ন করা হয়।

৪. অনুসূচির মাইলফলক তৈরি: প্রকল্প পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অনুসূচির সীমা নির্ধারণ করা হয। এক্ষেত্রে অনুসূচি প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন, গ্যান্টচার্ট, মাইলস্টোন চার্ট, প্রবাহ তালিকা, নেটওয়ার্ক কৌশল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

৫. সম্পদ সংগ্রহ ও পরিকল্পনার চিত্রায়ন: এই ধাপে সম্পদের নির্ধারণ ও অবস্থানে চিহ্নিত করে সময় মত বরাদ্ধ দেয়া হয়। আর পরিকল্পনার প্রধান ধাপগুলোর নক্সা তৈরি করা হয়।

৬. প্রকল্পের জন্য বাজেট নির্ধারণ: প্রকল্পের প্রধান স্তর গুলোর জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়। প্রধান পদক্ষেপের জন্য ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

৭. প্রকল্পের মূল পরিকল্পনার সমাপ্তিকরণ: এক্ষেত্রে আর্থিকভাবে প্রকল্প পরিকল্পনার সকল নথি এবং বিবরণীপত্র তৈরি করা হয়। সকল তথ্য, পদ্ধতি, ও কর্মপত্র সঠিক বলে বিবেচিত হলে চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ, অনুমোদন এবং সমাপ্ত করা হয়।

উপরিউক্ত ধাপগুলোর মাধ্যমে যে কোনো প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়। যাতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা না হয়।

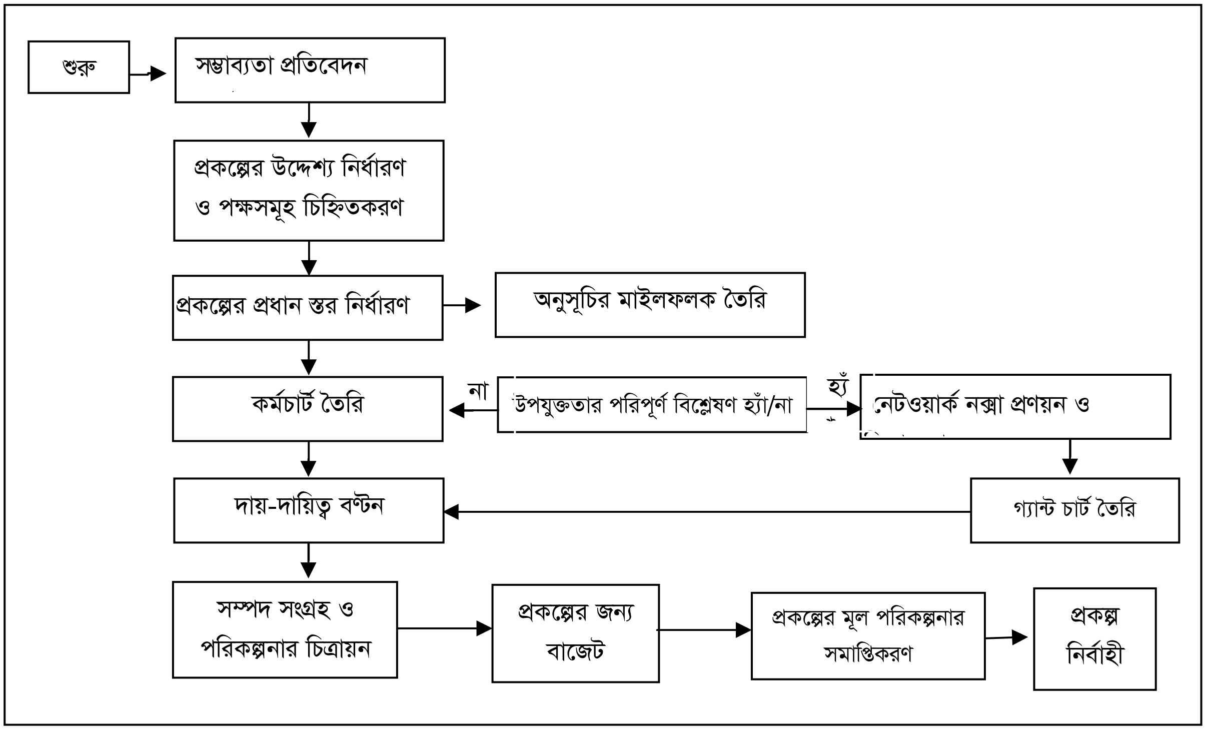

চিত্র-৭.১ ঃ প্রকল্প পরিকল্পনার ধাপসমূহ

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	একটি কাল্পনিক প্রকল্প পরিকল্পনা কাঠামো অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ

- ❖ প্রকল্প পরিকল্পনা হলো প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রিম দিক নির্দেশনা।
- ❖ প্রকল্প পরিকল্পনা হলো প্রকল্প ব্যবস্থাপকের কৃর্তত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মূলভিত্তি।
- ❖ প্রকল্পের কার্যাবলি সংগঠিতকরণ, কার্য ও দায়িত্ব বন্টণ, সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রকল্প পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।
- ❖ প্রকল্প পরিকল্পনার ধাপ বা পর্যায় একটি ধারাবাহিক বা নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। প্রতিটি ধাপের সফলতার সাথে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রিম দিক নির্দেশনা কোনটি?

(ক) প্রকল্প পরিকল্পনা (খ) আত্মবিশ্লেষণ
(গ) বাজেট নির্ধারণ (ঘ) প্রকল্পের স্তর নির্ধারণ

২। প্রকল্প পরিকল্পনার ১ম ধাপ কোনটি?

(ক) প্রকল্পের প্রধান স্তর নির্ধারণ (খ) পরিকল্পনার চিত্রায়ন
(গ) পণ্যসমূহ চিহ্নিকরণ (ঘ) সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন যাচাই

পাঠ-৭.৪ প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা নির্ধারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায় প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা কী তা বলতে পারবেন।
- ব্যবসায় প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা নির্ধারণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	চলতি মূলধন, অপারেটিং আয়, অপারেটিং ব্যয়, অবচয়, মূলধন প্রত্যাবর্তন কাল, অভ্যন্তরীণ রিটার্ণ হার, নিট বর্তমান মূল্য, আর্থিক অনুপাতসমূহ।

প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা কী

প্রকল্প নির্বাচন উদ্যোক্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকল্পের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে প্রকল্প নির্বাচনের দক্ষতার উপর। প্রকল্প নির্বাচন যদি সুষম ও বাস্তবসম্মত না হয়, তবে প্রকল্পের সফলতা অর্জন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। যে কোনো প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাছাই করতে হয়। আর এ জন্য প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা নির্ধারণ করা জরুরি। অন্যভাবে বলা যায়, প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা নির্ণয় প্রকল্পের সম্ভাভ্যতা যাচাইয়ের অন্যতম একটি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। একে প্রকল্পের বাণিজ্যিক লাভজনকতা বা মুনাফার্জন ক্ষমতাও বলা হয়। মূলত এটি একটি গাণিতিক প্রক্রিয়া। প্রকল্প গ্রহণের মূখ্য উদ্দেশ্যই মুনাফা অর্জন বা লাভ করা। একটি প্রকল্প যদি লাভজনক না হয় তা গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। সর্বদা তা বর্জন করা উচিত।

যে প্রক্রিয়ায় একটি প্রকল্পের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়, মূলধন, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি বিবেচনা করে লাভজনকতা বা মুনাফা অর্জনের সক্ষমতা নির্ণয় করা হয়, তাই প্রকল্পের লাভজনকতা নির্ধারণ। এটি একটি মানদণ্ড বা পরিমাপক যা দ্বারা প্রকল্প নির্বাচন করা যায়। মুনাফার্জন ক্ষমতা একদিকে যেমন প্রকল্পের দক্ষতা নিরূপণের মানদন্ড, অন্যদিকে তেমন মূলধন পরিশোধের সূচক হিসেবে কাজ করে।

প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা নির্ধারণ

প্রকল্পের আর্থিত লাভজনকতা নির্ধারণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ এবং অর্থের উৎসসমূহ চিহ্নিত করা; প্রকল্পটি উৎপাদনে যাবার পর তা থেকে প্রাপ্তব্য আয় হিসাব করা। উক্ত আয় অর্জনে কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা নির্ণয় করা। প্রকল্পটির সম্পূর্ণ মেয়াদে আয়-ব্যয়ের তুলনা করে মুনাফা অর্জন ক্ষমতা নির্ধারণ করা। প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা নির্ধারণে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়।

১. মূলধন ব্যয়;
২. চলতি বা কার্যকরি মূধনের আবশ্যকতা;
৩. কার্য বা অপারেটিং আয় প্রাক্কলন;
৪. কার্য বা অপারেটিং ব্যয় প্রাক্কলন;
৫. অবচয়;
৬. কর;
৭. মুনাফার পরিমাণ নির্ণয়;
৮. মূলধন বা পুঁজি প্রত্যাবর্তন কাল;
৯. অভ্যন্তরীণ রিটার্ণের হার;
১০. নিট বর্তমান মূল্য;
১১. আর্থিক অনুপাতসমূহ ইত্যাদি।

কোনো প্রকল্প বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যাবার আগে সাধারণত মূলধন জাতীয় ব্যয় সংঘটিত হয়। প্রাথমিক ব্যয়, জমির দাম, সংস্থাপন ব্যয়, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ব্যয়, নির্মাণ ব্যয়, প্রকৌশল এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয় ইত্যাদি মূলধন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্প বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যাবার পর যে মূলধন ব্যয় হয় তাকে পুনঃসংস্থাপন ও আধুনিকীকরণ ব্যয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

চলতি বা কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করে মজুদ মাত্রা, জ্বালানি, কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের চাহিদা, উৎপাদন ও মার্কেটিং এর জন্য অর্থের প্রয়োজনের উপর। সম্ভাব্য বিক্রয়ের পরিমাণ এবং একক বিক্রি মূল্যের ভিত্তিতে কার্য বা অপারেটিং আয় প্রাক্কলন করা হয় ।

প্রকল্প বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যাবার পর কার্য বা অপারেটিং ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এটা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়। উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ও শ্রম ব্যয়কে প্রত্যক্ষ ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়কে পরোক্ষ ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রাক্কলিত আয় থেকে ব্যয় বাদ দিয়ে সম্বাব্য মুনাফা নির্ণয় করা হয়। মূলধনজাতীয় সম্পত্তির অবচয় নির্ধারণ এবং দেশের প্রচলিত কর হার লাভজনকতা নির্ধারণে প্রভাব ফেলে।

প্রকল্পের মুনাফার্জন নির্ধারণ করে প্রকল্প নির্বাচন বা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাই এর জন্য প্রকল্পের মূলধন বা পুঁজি প্রত্যাবর্তন কাল, অভ্যন্তরীণ রিটার্ণের হার; নিট বর্তমান মূল্য ও আর্থিক অনুপাতসমূহ বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে।

এছাড়াও প্রকল্পের লাভজনকতা নির্ধারণের জন্য উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপককে দাম-স্তরের উঠানামা, মূল্যস্ফীতি পরিবর্তন ইত্যাদি নীতিমালা পরিবর্তনের সম্ভাবনা, প্রযুক্তি পরিবর্তন ইত্যাদি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	প্রকল্পের লাভজনক নির্ধারনে বিবেচ্য বিষয়গুলো একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

- যে প্রক্রিয়ায় একটি প্রকল্পের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়, মূলধন, উৎপাদনশীলতা প্রভৃতি বিবেচনা করে লাভজনকতা নির্ণয় করা হয়, তাই প্রকল্পের লাভজনকতা নির্ধারণ।
- মূলধণ ব্যয়, চলতি মূলধনের আবশ্যকতা, অপারেটিং আয়-ব্যয় প্রাক্কলন, আয়-ব্যয়ের তুলনা করে মুনাফা প্রাক্কলন, পুঁজি ফেরতের কাল, অভ্যন্তরীণ আয়ের হার, নিট বর্তমান মূল্য ও বিভিন্ন আর্থিক অনুপাতের মাধ্যমে প্রকল্পের লাভজনকতা নির্ধারণ কাজটি সম্পন্ন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রকল্পের সম্বাব্যতা যাচাই-এ কোনটি গাণিতিক প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে?

(ক) বাজার সম্ভাব্যতা যাচাই (খ) প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা যাচাই
(গ) আর্থিক লাভজনকতা যাচাই (ঘ) সামাজিক সক্ষমতা যাচাই

২। প্রকল্পে সংস্থাপন ব্যয় কোন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত?

(ক) মূলধনজাতীয় (খ) অপারেটিং
(গ) প্রত্যক্ষ (ঘ) পরোক্ষ

৩। প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড হলো-

i. বাজার সম্ভাব্যতা যাচাই;
ii. প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা যাচাই;
iii. আর্থিক লাভজনকতা যাচাই।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৫ প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছক প্রণয়ন করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প সমাপন, ফলোআপ,

প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছক বিষয়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। বিশ্ব ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়ারেন. সি. বম একটি প্রকল্প সনাক্তকরণের পর্যায় থেকে শুরু করে এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন পর্যন্ত ৬টি স্তরে বিভক্ত করেছেন। প্রকল্পের পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোমের (effort) মাত্রার ওপর গুরুত্বারোপ করে অ্যাডমপ ও বার্নড তা চারটি স্তরে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে ডেনিস রন্ডিনেলি প্রকল্প পরিকল্পনার যে কাঠামো ছক প্রণয়ন করেছেন সাম্প্রতিককালে তা বহুসংখ্যক পণ্ডিতের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তাঁর মতে প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামোবদ্ধ ছকে মোট বারোটি পর্যায় বা ধাপ আছে। নিচে তা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো-

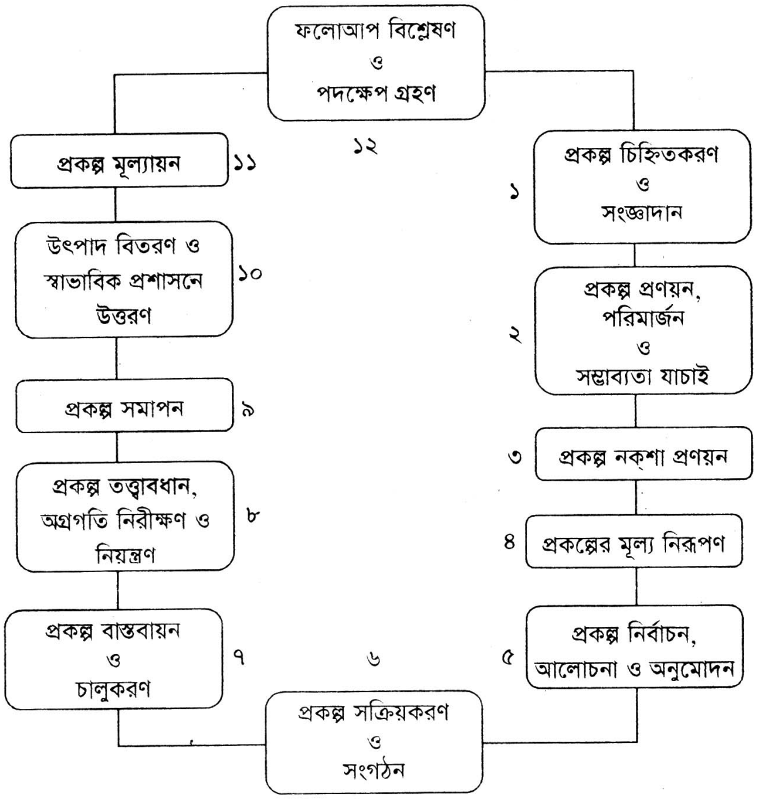

চিত্রঃ প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছক

১. **প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞায়ন:** এটি প্রকল্প চক্রের প্রথম পর্যায়। এ পর্যায়ের প্রধান কার্যাবলি হচ্ছে, প্রকল্পের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য নির্ধারণ, প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা নিধারণ, যৌক্তিকতা নিরুপণ, সুবিধাভোগী দল বা লক্ষ্যস্থল চিহ্নিতকরণ, খরচ নিরুপণ এবং প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমর্থন আদায়।

২. **প্রকল্প প্রণয়ন, পরিমার্জন ও সম্ভাব্যতা যাচাই**: এ স্তরের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা পরিমার্জন করা, ব্যয় ও সম্ভাব্য সুবিধার বিস্তারিত প্রাক্কলন প্রদান, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রভৃতি ।

৩. **প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন:** প্রকল্প কাঠামোর এই স্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে, প্রকল্পের নকশা প্রণয়নে স্থানীয় পরিস্থিতি, চাহিদা ও প্রতিবন্ধকতা আছে কি-না তা নির্ধারণ, সুনির্দিষ্ট তৎপরতা, কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ; প্রারম্ভিক কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্ম অনুসূচি প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি ।

৪. **প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ:** এ স্তরেও প্রকল্পের সম্ভাব্য সুবিধা ও ব্যয় পরিমাপ করা হয়। এর মাধ্যমে প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রধান কার্যাবলি হচ্ছে প্রকল্পের মূল্য নিরূপণের মাপকাঠি নির্ধারণ; প্রকল্পের স্থানগত ও পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ, ব্যয় প্রাক্কলন বিশ্লেষণ, প্রকল্পের সামাজিক, রাজনৈতিক সাংগঠনিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক সুবিধা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন।

৫. **প্রকল্প নিবার্চন, চুক্তি সম্পর্কিত আলোচনা ও অনুমোদন**: সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ স্তরটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ । প্রধান কার্যাবলি হচ্ছে, মূল্য নিরুপণ করা হয়েছে এমন প্রকল্পসমূহের মধ্যে থেকে সর্বাধিক লাভজনক প্রকল্প নির্বাচন; চুক্তি সম্পর্কিত আলোচনা পরিচালনার জন্য দল গঠন, ঋণ চুক্তির জন্য সরকারি অনুমোদন গ্রহণ, ঋণ দলিল প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি ।

৬. **প্রকল্প সক্রিয়কণ ও সংগঠন:** প্রকল্পের এ স্তরের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠাকরণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, কর্মচারি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি।

৭. **প্রকল্প বাস্তবায়ন ও চালুকরণ:** প্রকল্প বাস্তবায়ন ও চালুকরণ স্তরে যে বিষয়গুলো জড়িত তা হলো প্রকল্পের মূল্য নিরূপণ দলিলে বর্ণিত প্রকল্প চালুকরণ, পরিকল্পনা সক্রিয়করণ, সম্পদ, কাঁচামাল ও উপাদান সংগ্রহ, উৎপাদন ও বন্টন পদ্ধতির সমন্বয়সাধন, সমস্যার সমাধানমূলক পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং মজুদ ও সরবরাহের পদ্ধতি নির্ধারণ।

৮. **প্রকল্প তত্ত্বাবধান, পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ:** প্রকল্প কাজের তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণের জন্য পদ্ধতি স্থাপন ও প্রকল্পের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এ স্তরের প্রধান কাজ।

৯. **প্রকল্প সমাপন:** সম্পদের স্থানান্তর, সফল পরীক্ষামূলক, প্রদর্শনী প্রকল্পকে পূর্ণ প্রকল্পে রূপান্তর করার পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প সমাপনের পর ঋণ পরিশোধের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ; প্রকল্প সমাপন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং প্রকল্পের সফল ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে এ স্তরের প্রধান কাজ।

১০. **আউটপুট বা উৎপাদ বিতরণ ও স্বাভাবিক প্রশাসনে উত্তরণ:** এ পর্যায়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কাছে আউটপুট (Output) বিতরণ করা হয় এবং স্বাভাবিক প্রশাসনের সাহায্যে উৎপাদ বিতরণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

১১. **প্রকল্প মূল্যায়ন:** প্রকল্প মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য বা ব্যর্থতার চিত্র পাওয়া যায়। এ স্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে ফলাবর্তন গ্রহণ, প্রকল্পের নকশা অনুসারে প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন আকস্মিক উপাদানসমূহ চিহ্নিত করে তার প্রভাব নির্ণয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যা ও অন্তরায় চিহ্নিত করে তা সমাধানের যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

১২. **ফলোআপ, বিশ্লেষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ:** এটি প্রকল্প পরিকল্পনা কাঠামোর সর্বশেষ ধাপ। এ ধাপে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তা হচ্ছে বর্তমান প্রকল্পের মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্পের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উন্নয়নসাধন এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প প্রণয়ণের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রকল্পের মূল্যায়ন ফলাফলকে কাজে লাগানো।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছক পোস্টার পেপারে অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ

- ডেনিস রন্ডিনেলি প্রকল্প পরিকল্পনা কাঠামো ছককে বারটি ধাপে বিভক্ত করেছেন।
- বিশ্ব ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়ারেন.সি.বম প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছককে ছয়টি স্তরে ভাগ করেছেন।
- অ্যাডমপ ও বার্নডের মতে প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছকে চারটি পর্যায় রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রকল্প পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় কোনটি?

(ক) প্রকল্পের নকশ প্রণয়ন (খ) প্রকল্প নির্বাচন
(গ) প্রকল্প অনুমোদন (ঘ) প্রকল্প চিহ্নিতকরণ

২। প্রকল্প পরিকল্পনা কাঠামোর সর্বশেষ ধাপ কোনটি?

(ক) প্রকল্প সমাপন (খ) প্রকল্প মূল্যায়ন
(গ) ফলোআপ (ঘ) প্রকল্প পরীক্ষা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন: ১

জনাব জাবেদ একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়কে আরো বড় করতে চান। তিনি সে কারণে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন। তার জীবনে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। লক্ষ্য ঠিক করেই জীবনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

(ক) পরিকল্পনা কী?
(খ) লক্ষ্য ঠিক করতে হয় কেন ব্যাখ্যা করুন।
(গ) জনাব জাবেদের জীবনে সফলতার চাবিকাঠি ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) জনাব জাবেদ পরিকল্পনার যে গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন তা বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন: ২

রহমান সাহেব একটি নতুন কারখানা স্থাপন করতে চান। তার বন্ধু জামান সাহেব তাকে জানালেন যে ব্যবসায় করতে হলে অবশ্যই ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে তিনি ম্যাক্রোস্ক্রিনিং ও মাইক্রোস্ক্রিনিং সম্পর্কেও আলোচনা করলেন।

(ক) প্রকল্প কী?
(খ) ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপগুলো কী কী?
(গ) জামান সাহেব ম্যাক্রোস্ক্রিনিং সম্পর্কে যা বলেছেন তা ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) জামান সাহেবের মাইক্রোস্ক্রিনিং থেকে রহমান সাহেব যে ধারণা লাভ করেছেন তা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১ : ১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. গ ৫. ঘ ৬. খ ৭. খ ৮. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.২ : ১. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৩ : ১. ক ২. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৪ : ১. গ ২. ক ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৫ : ১. ঘ ২. গ